**বন্দকী চুক্তি পত্র**

বন্দক গ্রহিতাঃ মোঃ মিজানুর রহমান পিতাঃ মৃত মোঃ মোসলিম উদ্দিন , সাং- আরাজী চড়াইখোলা (মাষ্টার পাড়া), ডাকঘরঃ বটতলা, উপজেলা ও জেলাঃ নীলফামারী সদর।

টাকার পরিমান: ১,৭০,০০০/-(এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা।

জমির পরিমান: ২২ (বাইশ) শতক।

মেয়াদঃ ০২ (দুই) বৎসর।

বন্দক দাতাঃ মোঃ আহাদুল ইসলাম পিতাঃ মৃত অম্মুল্যা মামুদ সাং- আরাজী চড়াইখোলা (মাষ্টার পাড়া), ডাকঘরঃ বটতলা, উপজেলা ও জেলাঃ নীলফামারী সদর। ধর্ম- ইসলাম পেশাঃ কৃষি জাতিয়তাঃ বাংলাদেশী। কষ্য বয়াতি জোত জমার বন্দক নামা চুক্তি পত্র আমার নিজ সাংসারিক খরজ বশত টাকার প্রয়োজন হওয়ায় নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি চুক্তিতে বন্দক রাখার প্রস্তাব করিলে আপনি তাহা বন্দক নিতে সম্মত হইলেন মতে যাহার পোন বাহা মুল্য-১,৭০,০০০/-(এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা ধার্য্য হয়, ধার্য্যকৃত পোনের টাকা সাক্ষিগনের মোকাবিলায় সম্পূর্ন বুঝিয়া পাইয়া স্বীকার ও অঙ্গিকার করিতেছি যে, অদ্যকার তারিখ ২৬/০৭/২০২৫ ইং হইতে ২৬/০৭/২০২৭ ইং পর্যন্ত মেয়াদ রইল ।উক্ত মেয়াদ শেষে আপনার বন্দকী টাকা পরিশাধ করিয়া জমি নিজ দখলে লইব।

আর যদি মেয়াদ শেষে টাকা দিতে না পারি, তাহলে আপনি জমি দখল ভোগ করিতে থাকিবেন। যখন টাকা পরিশোধ করিবো তখন জমি নিজ দখলে লইল। এবং আমি আরও অঙ্গিকার করিতেছি যে উক্ত মেয়াদ মধ্যে আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার ওয়ারিশগন বন্দকী চুক্তিপত্র এর টাকা পরিশোধ করিবেন। আর যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে আপনার ওয়ারিশগন আমার কাছে বন্দকী চুক্তিপত্র এর টাকা বুঝিয়া নিয়া চুক্তিপত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে। যদি আপনার টাকা ফেরত দিতে কাহারো কোনো কু-চক্রান্তে পড়িয়া জমির চুক্তিপত্রের টাকা ফেরত দিতে কোন প্রকার তাল-বাহানা করি, তাহা হইলে সর্বাআদালতে আপনার দেওয়া টাকা ক্ষতি পূরণসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত চুক্তিপত্র পড়িয়া শুনিয়া সেচ্ছায় সহি করিলাম।

তারিখঃ ২৬/০৭/২০২৫ ইং

**জমির তফসিল বর্ননাঃ**

খতিয়ানঃ দাগ নংঃ জমির পরিমান

এস.এ- এস.এ- শতক।

বি.এস- বি.এস-

স্বাক্ষিগনের নাম ঠিকানাঃ হলফ-কারীর নামঃ

১।

২।

৩।